بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৯

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাবিধুর, বিভীষিকাময় ও কলঙ্কজনক একটি দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী।

১৯৭৫ সালের এইদিন, বাংলাদেশের আকাশে তখনো ভোরের আলো ফুটে উঠেনি, ঠিক সেই সময় ঘটেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘৃণ্য ঘাতকরা এই দিনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেলসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে। বিদেশে অবস্থান করায় এ হত্যাযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা।

আমি জাতীয় শোক দিবসে শোকাহতচিত্তে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে জাতির পিতাসহ সেদিনের সকল শহিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার মহান রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬ দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোস করেননি। তাঁরই দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলার সাধারণ মানুষের দেয়া উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ' তাই সমার্থক। বিশ্ববিখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে ভূষিত করে, যা ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবিচল আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। দেশের প্রায় সমস্ত জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছরে ১১৬ টি দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘসহ ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই প্রায় দুই কোটি বাস্তুচ্যুত লোককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাসের পর মাস ধরে বিনামূল্যে রেশন বিতরণের প্রয়োজন হয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে আশ্রয়, কাপড়চোপড়, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হয়েছিল। জাতির পিতা অল্পসময়ের মধ্যে যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। বরং এ আদর্শ সমূলে প্রোথিত রয়েছে বাংলার জনগণের হৃদয়ে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বাঙ্গালি জাতির জন্য করুণ বিয়োগগাঁথা হলেও ৭৫ পরবর্তী সরকার খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী বিভিন্ন দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় কার্যকর হওয়ায় জাতীয় জীবনে দীর্ঘদিনের বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান হয়েছে। বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে জাতি পুরোপুরি দায়মুক্ত হতে পারবে। আর এক্ষেত্রে আমি প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

৭৫' এ বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে এতিম হয়ে গিয়েছিলেন এদেশের জনগণ। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জন্য পরম করুণাময়ের এক বিশাল আশীর্বাদ। জাতির পিতার পরে সফলতম রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তাঁর গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং হিরন্ময় নেতৃত্বের জন্যই আমরা আজ বিশ্বপরিমণ্ডলে সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধের মহান রূপকার বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে উন্নয়ন বিস্ময় হিসেবে পরিচিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশ সফলতার সাথে এবছর ৮.১৩ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ইউএস ডলার। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১১ শতাংশ হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অতিরিক্ত ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বা ততোধিক পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

আজকের এ শোকের দিনে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের এবং বিশেষ করে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের দুষ্টু রাজনীতির সকল ষড়যন্ত্র ভেদ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দৃপ্ত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd